Patna university

Department of bengali

M.A Sem-II C.C- O6

Teacher – Dr. Sagar Sarkar

Topic- বঙ্কিম ও বঙ্কিমোত্তর উপন্যাস

প্রশ্ন : "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসে পদ্মার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

অথবা

প্রশ্ন: "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ কিনা বিচার করো।

পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে পদ্মার উৎস থেকে মোহনায় যাত্রা করেছে, কাহিনী পদ্মা নদীকে মাঝপথে দেখে নায়ক কুবেরের সঙ্গে অতলান্ত সমুদ্রস্রোত এসে মিশেছে।এখানেই কাহিনীর নিয়তি তবুও সবকিছুর মূলে পদ্মা ই উপজীব্য তাকে কেন্দ্র করেই দু'পাশের জন জীবনের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নির্ভর করেছে । সুতরাং সমুদ্রযাত্রা নিয়তি হলেও কাহিনীর স্বাদ গন্ধ সকলেই পদ্মা কেন্দ্রিক ঘটনার অনিবার্যতায় কুবেরকে পদ্মার কোল থেকে বিচ্যুত করা হলেও শেষ পর্যন্ত সে পদ্মার মাঝি থেকে গেছে। তার দেহটিকে পদ্মার রূপ রস থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে । সমুদ্র লোকে নিশ্চিত রূপে সে বৃহত্তর ও পদ্মা নদীকেই অনুভব করবে কেননা ভাবের রাজ্যে চুরি সরল-সহজ কুবেরের রক্তের ভেতরে নেই। লেখক মানিক বন্দোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের সামগ্রিক পটভূমিকায় পদ্মার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন । পদ্মা একটি আঞ্চলিক ভূখণ্ডের উপর কি নিপুণভাবে তারাসন বিচ্ছিন্ন বিছিয়ে দিয়েছে ঘটনা ও তার প্রতিরোধ করেছে।সমগ্র উপন্যাস টি পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তাদের দুঃখ দারিদ্রের কথা তাদের জীবনযাপন প্রণালী সমস্ত কিছু তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

পদ্মার দুরন্ত পথ পরিক্রমায় কথা বঙ্গদেশে মানুষের ভোলার কথা নয়, অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের রচনাকাল প্রমত্ত পদ্মা কোন অংশে সমুদ্রের চেয়ে কম নয়।।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের পরিকল্পনার কেন্দ্র ভূমিতে সে দুর্দান্ত প্রকৃতির পদ্মাকেই রেখেছেন। ভয়াল এই নদীটির দু'পাশে জনজীবন জীবন দিয়েই উপলব্ধি করেছে তার অমোঘত্ব । নদীর তুলনায় পরিপার্শ্বে মনুষ্যকুল যে কত সাধারণ ও অসহায় পদ্মার দাপটে কেতুপুর ও তার আশপাশের অঞ্চলের কাহিনী মধ্য দিয়ে তা অনিবার্য ভাবে ধরা পড়েছে। তাদের ভালো মন্দ আশা আকাংখা বাঁচা মরা সকলই পদ্মার দাক্ষিণ্য এর উপর নির্ভরশীল। পদ্মা তাদের আহারের সংস্থান যেমন তেমনি সকল ঘটনার উৎস স্থল ও বটে। এসূত্রে মিলেমিশে পদ্মার ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। পদ্মার পারের মানুষের প্রতিটি ভগ্নাংশের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সংযোগ রাখলে সেই রক্ষাকর্তি ভাঙলে তাই নিশ্চিত পরিণতি।এর বাইরের ভাবনার কোনো সুযোগ নেই কেতুপূর ন বা তত্সংলগ্ন মানুষের।

তার দুর্দম রূপ যেমন বিধি নির্দিষ্ট তেমনি তার করুনতা স্নেহ আশীর্বাদস্বরূপ। ঋতু ভেদ নেই , কাল ভেদ নেই, দুঃসময় সুসময় কিংবা অসময়ে কোনটি তার প্রতি পরোয়া নেই। সে নির্বিকার উদাসীনতা আপন স্রোতে বহমান সহৃদ্যত বা নির্দয়তা সবই তার কাছে সমান। পদ্মার কোলে পালিত মৎস্য কুল জীবনের একমাত্র উপজীবিকা, দুরন্ত ঝড়ে তাই ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় জীবনের সম্পর্ক। ভেসে যায় যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর। অবিরত জল ধারা একুল ওকুল দুকুল ভাসায়। চরাচর হীন জল শেষ সম্বল টুকু কেড়ে নিয়ে যায়। এই অবস্থা চিরকালীন ব্যবস্থার মধ্যেই পড়ে । সারা বছরে সঞ্চয় ইলিশের মরশুমে ক্ষণিক বসন্ত' সৌভাগ্য এনে দেয় পদ্মা তাকেই দেবতা রূপে মনে হয় । এরপর তার প্রকৃতি অনুযায়ী চরম ঔদাসীন্য পরম দারিদ্র অসচ্ছলতায় ডুবিয়ে রাখে ধীবর কুলকে। নিয়তি মতে একে মেনে চলায় রীতি এবং বাধ্য বটে।

পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের প্রথমেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি পদ্মা' ও ধীবর কুলের সম্পর্ক জ্ঞাপন করেছেন। বর্ষার মাঝামাঝি ইলিশের মরশুম দিয়ে কাহিনী শুরু উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মার তীরবর্তী ধীবর কুলের যা কিছু সম্ভব যা কিছু উজ্জ্বল মুহূর্তের কাল তা বর্ষাকালের ওই সময়টুকু মধ্যেই এই কাল ফুরিয়ে গেলে দীনা পদ্মা কিভাবে অপার দারিদ্র্যের ভারে নত করে দেয় তাদের একটু একটু করে সে চিত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছেন লেখক। প্রমত্ত পদ্মা ও তার অনিবার্য প্রভাবে এবং তার ফলে আর্থিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিতে প্রতিফলিত হয়েছে পূর্বে বাংলা উপন্যাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না পরেও অল্প কথায় এমনটি কারো লেখায় ধরা পড়েনি।

মানিক সমভূমি মানুষের কথা বললেও মাটির পিছুপিছু পদ্মা এগিয়ে আসে শুধু জলস্রোত নয় আপন অস্তিত্ব নিয়েও বেলাভূমির মানুষের ওপর অনিবার্যভাবে তার ব্যক্তিত্ব প্রকটিত হয়। পদ্মার আসল ঐশ্বর্যের কাল দিয়ে মানিক যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন এই ঐশ্বর্যের বাহুল্য পদ্মার শেষ কথা নয়। জননীর মতো কোমল স্নেহে অবিরাম ইলিশ বর্ষণের একসময় সে ক্লান্ত হয় একটু একটু করে ঐশ্বর্য নেপথ্য চারণ করে প্রকৃতির রুদ্ররোষ এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার মুখ পানে বিলম্বিত হয় না। তাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পথি পারসস্থ ধীবর জীবনে তন্বী সকল। অতি প্রশস্ত জীবনের পিছুপিছু পদ্মা এগিয়ে আসে শুধু জলস্রোত নয় আপন অস্তিত্ব নিয়েও বেলাভূমির মানুষের ওপর অনিবার্যভাবে তার ব্যক্তিত্ব প্রবর্তিত হয় ।পদ্মার আসল ঐশ্বর্যের কাল দিয়ে মানিক যাত্রা শুরু করেছেন কিন্তু তিনি জানেন এই ঐশ্বর্যের বাহুল্য পদ্মার শেষ কথা নয়। বর্ষার মাঝামাঝি যখন ইলিশ ধরার মৌসুম চলেছে যখন জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে দেখা যায় শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ।যেগুলি জেলে নৌকা আলো এমনি সারারাত পদ্মা পক্ষে রহস্যময় অন্ধকারে সঞ্চালিত হয় তখন শহর-গ্রাম রেলস্টেশন ও জাহাজ ঘাটে মানুষদের মতো চলে না ওপারে ভাঙ্গা মেঘে ঢাকা আকাশে ছিল চাঁদ উঠে জেলে নৌকোর আলোয় ভরে ওঠে পদ্মার ইলিশ।লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে এমনই দিনের কুবের মাঝি মাছ ধরছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। সঙ্গে ধনঞ্জয় ও গণেশ। ধনঞ্জয়ের বাড়ি কেতুপুরে আরো দুই মাইল উজানে পদ্মার ওপারে নৌকোয় ।বর্ষা বাদলের তাদের কোনো রকমের মাথা গোঁজার স্থানটুকু নির্দেশ করেন যেখানে চিরাচরিত প্রথায় মাছগুলো এসে জমা পড়ে ।নৌকার মালিক ধনঞ্জয় দুই সহযোগী কুবের ও গনেশ প্রাপ্ত

মাছের একভাগ ধনঞ্জয় বাকি অংশ অধা আধি কুবের ও গণেশের সকলেরই পদ্মার সঙ্গে জড়িত । প্রসঙ্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন পদ্মা র ঢেউ এ নৌকা টলোমলো করতে থাকে আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। এক হাতে একখানি কাপড়ের মত করে জরাইয়া শীতল ও বাতাসে উড়িয়া বিনিদ্র চোখে লন্ঠনের আলোয় নদীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত ধরে নৌকো স্রোতে ভাসিয়া যায়" ।পদ্মা ও আঁশটে গন্ধ দুইয়ে মিলে এরা আতুর হয়ে থাকে। জলে ভিজে নিদ্রাহীন চোখে অপরিমেয় শ্রম এর বিনিময়ে কেবল শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। কাহিনীর শুরু দিনে কুবেরের শরীর ভালো ছিল না। তার স্ত্রী মালা পদ্মায় যেতে বারণ করলেও উত্তাল মরশুমের সময় তার ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। ইলিশের মৌসুম চলে গেলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হয়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে পদ্মা কোনখানে তার মীন সন্তানদের লুকিয়ে রাখে তা খুঁজে বের করা কঠিন। এদিকে টাকার অভাবে এবার অখিল সাহার পুকুর জমা নিতে পারেনি। পদ্মায় মাছ ধরার উপযুক্ত জাল তার নেই তাই মরশুমের উপার্জন সারাবছরের ব্যবস্থা এখনই করে রাখতে হবে। সে ব্যবস্থা রাখা প্রায় অসম্ভব। অতএব পদ্মার দাক্ষিণ্যের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলতে হয় । কুবেরের মত মাঝিদের উপর তাই পদ্মার প্রভাব গভীরতর। এর থেকে পরিত্রাণের পথ তাদের জানা নেই। তার উপরে প্রাপ্য মাস থেকে অর্থ থেকে তারা বঞ্চিত হয় অহরহ। শীতল বাবুর মতো ব্যক্তিরা এদের অসৎ করে কিন্ত অসততার বিনিময় অর্থের সাশ্রয় কিছু হয়না। একত্র রাতের পর রাত কাটালেও সামর্থের কারণে ধনঞ্জয় তাকে বঞ্চিত করে। তাই ঘুমে ও শ্রান্তি তে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসতে চায় আর সেই নিমীলন পিপাসু চোখে রাগে-দুঃখে আসতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরীব। ছোটলোক এর মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার সকলের তাই প্রথার মত সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কে দশটা নিয়মের মত অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে।

জীবনেরএই সীমাবদ্ধতা একঘেয়েমি মেনে নিয়েই এ নশ্বর জীবন তাদের যাপন করতে হয় । প্রকৃতি অর্থৎ পদ্মা সহায় হলে জৈবিক জীবনটিকে কোনমতেই কাটিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় আর বিরূপ হলে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতির পার্থক্য বিশেষ কিছু থাকে না। সবই দৈবের উপর ছেড়ে দিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। রোগের শোকের, মৃত্যুর অথবা তার চেয়েও কোন নির্মমতার। পদ্মা ও পদ্মার খাল গুলি এদের অধিকাংশ উপজীবিকা কেউ মাছ ধরে, কেউ মাঝিগিরি করে পদ্মায় তারা সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। পদ্মা কখনও শুকোয় না কবে এ নদীর সৃষ্টি হয়েছিল কেই জানেনা। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহ আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জল তলে পদ্মার মাটির বুক ও কেউ কোনদিন দেখেনাই চিরদিন গোপন হইয়া আছে ।এই পদ্মা মাঝিদের প্রিয় তার জলপ্রবাহ মাছের আঁশটে গন্ধ তার পারাপার হীন তীর জীবিকার একমাত্র অবলম্বন মীন সন্তান গুলি। পদ্মার সবই যেন তাদের অতি পরিচিত অতি আপন স্নেহ মায়া-মমতা জড়িত।

একবার বর্ষা এলো প্রবল ধারাপাতে। পদ্মা এল দুকুল ছাপিয়ে আউশের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। প্রীতম মাঝির বাড়ির পেছনে তেঁতুল গাছটার গুড়ি পর্যন্ত কোন বার জল আসে না এবার আউশ ধান পাকার সময় হঠাৎ এত জল বেড়ে গেল যে গাছের গুড়িটার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ডুবে রইল তিন হাত জলের নিচে। কেতুপুরের মাইল পাচেক দূরে চন্নার চর নামে পদ্মার একটা নিচু চর অর্ধেক ডুবে রইল । অনেকে ভয় পেয়ে চর ছেড়ে চলে গেল । বহুকাল আগে

খেয়ালী পদ্মা যে ভূমিখণ্ড সৃষ্টি করেছিল কে জানে সহসা সে আবার তা গ্রাস করে ফেলবে কিনা । কিন্তু পদ্মার বুকে ছোটখাটো চর, যেসব গ্রাম পদ্মার জল নাগাল পেলে সে সব গ্রামের ঘরবাড়ি গরু মানুষ কুটর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পদ্মার এরকম প্রবল প্রতাপের খবর কুবেরের ঘরে এবার আসে স্ত্রী মালার বাপের বাড়ি চরক এক কোমর জলে ডুবে যায় ডুবে যাবার প্রসঙ্গ। **খাল** , মাঠ,পুকুর সেখানে একাকার দুমাস আগে যে ক্ষেতের আল দিয়ে মানুষ চলাফেরা করত এখন সেখানে লগি পায়না।কোন গ্রাম ভেসে গেছে কেউ জেগে আছে দ্বীপের মত কোন গ্রামে ঘরের ভেতর এক হাঁটু জল সকলে মাথা বেঁধে বাস করছে গরু বাছুরের জন্য মাচা তৈরি হয়েছেন গাছের ডালে পাখিরা আছে শুধু সুখের মানুষ ও পশুর কষ্ট অবর্ণনীয় এই কষ্টের চেয়েও পদ্মার দুর্বিনীত প্রতাপের কাল দেখা দেয় এক আশ্বিনের ঝড় এর দিনে।এই ঝড়ে জেলেপাড়া আর সকলেই অল্পবিস্তর ক্ষতি হলো চূড়ান্ত ক্ষতি হলো আমি উদ্দিনের একটা প্রকাণ্ড সিঁদুরের আম গাছ গোড়াসহ উপড়ে আমিনুদ্দিনের বউ ছেলেমেয়ে থাকা ঘরটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে আমিনুদ্দিনের বউ ক্ষেত্রে মরে গিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটিও খানিক পড়ে মারা যায় মেয়ে আকস্মিকভাবে বেঁচে গেছে।পদ্মার দাপটের কাছে জেলেদের করনীয় কি বা করার আছে তাই ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁদতে কাঁদতে জেলেপাড়ার নর-নারী পদ্ধতিতে গিয়ে দাঁড়ায় আরচোখে চাহিয়া থাকে উন্মুক্ত দিকে ঘাটে তিনটি নৌকা বাঁধা ছিল একটি অদৃশ্য হয়ে আছে দুটি আসিয়া দাঁড়ায় খানিক দূরে গাছপালা ভাঙ্গা আরো খানিকটা অংশ ফাটল ধরেছে এই ফাটল কত তাকে অস্থির করতে পারেনা।জেলেপাড়ায় আশ্রয়দাত্রী পদ্মার একই ভয়ানক রূপ ধ্বংসের এক নির্মম ক্রিয়া কিন্তু তা অনতিক্রম্য নিয়ম অনিবার্য সন্ধারাগে জেলেপাড়ায় সকলেই ফিরে আসলো পদ্মার আসে কেউ যায় নাই প্রীতম মাঝে শুধু মাছ নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে হোসেন মিয়া দুষমান বাসুদিয়া ঘর তৈরি করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যখন সকলে সাহায্যপ্রার্থী তখন আমিনুদ্দিন ঘরের প্রয়োজন নেই বলে জানায় সত্যিই তো ঘরে এসে কি করবে জেলেপাড়ায় সকলেই আবার পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়েছে আমিনুদ্দিন কোথাও যায়নি কে আছে তার তার জন্য দারিদ্র্যের তাদের জীবন যাপনের সমগ্র পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে তাদের জীবনের সঙ্গে পদ্মা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে গেছে তাদের সুখ দুঃখের কাহিনী তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

পদ্মার অমোঘ ভূমিকা মনুষ্য জীবনের উপর এখানে এসে সমাপ্ত হয়নি। তার গতি আরো জটিল আরো অন্ত গুর উপন্যাসের চরিত্র সমূহের আর তার উপরে তা বর্ধিত হয়েছে স্পষ্ট **আখরে** তা নির্দেশিত হয়নি তবে কুবেরের জীবনে এর ভূমিকা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পদ্মার তীব্র অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশে উচ্ছ্বাসের একদিকে মালার বাপের বাড়ির চরক ডাঙ্গা য় গণেশ কে সঙ্গে নিয়ে তাদের অবস্থা দেখতে গিয়েছিল ,ঘটনাচক্রে তার পিতার বাড়ি এসেছিল মালার ছোটবোন **কপিলা অন্য দের** সঙ্গে সেও চলে আসে কুবেরের সঙ্গে। কিন্তু তার আশা আর পাঁচজনের মতো নয় পদ্মার প্রভাবে অন্যতর চাপ।

দারিদ্র অসহায়তা বোধবুদ্ধি তে সাধারণত মানুষের জীবনের দীর্ঘ ভূমিকা রয়ে গেছে পদ্মার। জীবনযাপনের জীবন বিপর্যয় এর মধ্যে বিরাজমান পদ্মার **মীন** সন্তান কুল আর অন্যদিকে পদ্মা নিজেকে মাঝপথে রেখে নতুন দুর্বিপাকে ঘনিয়ে তুলেছে বিশিষ্ট এক মৎস্যজীবীর জীবনে ঘটনাচক্রে সে এ উপন্যাসের নায়ক কুবের। জীবন ও জীবিকার উভয়ের প্রয়োজনে যখন সে পদ্মার কাছে বলি প্রদত্ত তখন অন্য এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ে সে। যা পদ্মার মতোই রহস্যময়

দুর্গেয় এক নারীর রূপ ধরে ধরা দেয় হয়তো সে কপিলার মতো শতত সঞ্চারিনী মালার মতো স্থানু নয়। মানিকের সংগ্রহে দুটি অস্ত্র ছিল। এক সাধারণ মানুষের দুঃসহ জীবন বর্ণনা নিবিড় অভিজ্ঞতা আর অন্যটি বিজ্ঞানের নিষ্ঠাবান ছাত্রের অধিত নর- নারীর জীবন জটিলতা। পদ্মা নদীর মাঝি এরকম কোন অভিপ্রেত উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হতেই পারে। পদ্মা নদীকে মাঝপথে রেখে মানুষের দীনতম ও কাঙ্খিত জীবন ব্যাখ্যার দায়িত্ব মানিক নিয়েছেন উপন্যাসটির পাঠ সমাপ্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত পৌঁছান যায়।

পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপন্যাস টি আবর্তিত হয়েছে। এবং ঘটনাচক্র এগিয়ে গেছে ।নদীর তীরে বসবাসকারী জনজাতির জীবন পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । তাদের সুখ-দুঃখের ঘটনা তাদের জীবনের করুণ আর্তি তাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগাড়ের একমাত্র মাধ্যম হলো এই পদ্মা নদী। পদ্মা কে কেন্দ্র করে তাদের জীবন এবং পদ্মাকে কেন্দ্র করে তাদের অন্তিম পরিণতি যা উপন্যাসটিতে অঙ্কিত হয়েছে।